

বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ছিল ২২ মিলিয়ান। খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জোগান অপ্রতুল ছিল। এই অবস্থায় গরবাচভ অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন আনতে উদ্যোগী হন। এই পরিবর্তনগুলিকে 'দ্বিতীয় সোভিয়েত বিপ্লব' বলে অভিহিত করা হয়।

✓ 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ট্রোইকা' ('Glasnost' and 'Perestroika') :

জরুরী প্রয়োজন উপলব্ধি করে গরবাচভ দুটি নীতিগত পরিবর্তন ঘোষণা করেন। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাতাশতম অধিবেশনে তিনি 'গ্লাসনস্ত' (Glasnost) ও 'পেরেস্ট্রোইকা' (Perestroika) নীতি ঘোষণা করেন। 'গ্লাসনস্ত' বলতে বোঝানো হয় 'মুক্তমনা হওয়ার জন্য ব্যাপক গণতন্ত্র, মতপ্রকাশ ও সমালোচনার স্বাধীনতা' অর্থাৎ বুদ্ধ কণ্ঠস্বরকে মুক্ত করা। 'পেরেস্ট্রোইকা'-র অর্থ করা হয় 'পরিবর্তন, পুনর্গঠন ও নবসংস্কার'। গরবাচভের আমলে দুটি বাস্তব সত্য মেনে নেওয়া হয়। এক, যদি দেশ

গণতন্ত্র প্রবর্তন করতে হয়, তার সঙ্গে সাম্রাজ্য-প্রতিম প্রভৃৎ একই মিখাইল গরবাচভের সঙ্গে বজায় রাখা চলবে না। দুই, ওপর থেকে বিপ্লব শুরু হলে 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ট্রোইকা' নীতি লক্ষ্য ও পদ্ধতি ছিল আরও বেশি গণতন্ত্রীকরণ। সোভিয়েত রাশিয়াকে বলা হয়েছিল 'আইনী রাষ্ট্র স্বায়ত্তশাসন-প্রাপ্ত মু

সমাজতান্ত্রিক সমাজ' (a law governed state and a self-governing socialist society)। ('গ্লাসনস্ত'-এর মূল কথা হল—বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে স্বাধীন ও মুক্ত আলোচনা, ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর থেকে সকল বাধা অপসারণ, কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কত্বের অবসান, নাগরিকদের সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে নিযুক্ত হবার অধিকার ও অ-কমিউনিস্ট দল গঠনের অধিকার) বলা হল যে, কমিউনিস্ট পার্টি শাসক দল হিসাবে থাকবে, কিন্তু কাজ করবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি পুনর্বিবেচিত হবে, দলের মধ্যে বিতর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং সংখ্যালঘুদের কখনোই সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করা হবে না।

('পেরেস্ট্রোইকা'-র মূল কথা ছিল অর্থনৈতিক সংস্কার। বলা হল যে, 'বাজার অর্থনীতি (Market economy) চালু হবে। রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ও বেসরকারি উৎপাদন পাশাপাশি

'পেরেস্ট্রোইকা' মূল চলবে এবং প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি কথ্য হল অর্থনৈতিক সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচিত হবে সংস্কার : বিশ্ব শান্তি অর্থাৎ পেরেস্ট্রোইকা 'Command Economy'-র সমাপ্তি ঘোষণা ও পারমাণবিক যুদ্ধ করেছিল। বলা বাহুল্য, গরবাচভের এই নতুন চিন্তাধারা নি

কোনো আদর্শবাদ দ্বারা পরিচালিত হয় নি। এই নীতি সম্পূর্ণরূপে সোভিয়েতের জাতীয় স্বার্থ এবং গরবাচভের অভ্যন্তরীণ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সোভিয়েত অর্থনীতির অচলাবস্থা দূর করে তাকে পাশ্চাত্য দেশগুলির মতো উন্নত

গতিশীল করে তোলার জন্য গরবাচভ 'পেরেস্ট্রোইকা' নামে আমূল সংস্কারের পথ বেছে নেন। এর সাফল্যের জন্য বিশ্বশান্তি একান্ত অপরিহার্য ছিল। পারমাণবিক যুদ্ধে ব্যয় অব্যাহত রেখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সোভিয়েতের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য উন্নত পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার এবং আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন সোভিয়েতের পক্ষে আবশ্যিক হয়ে পড়ে। গরবাচভ স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, পুনর্গঠন, অবাধ ও মুক্ত মত প্রকাশের ফলে সোভিয়েত সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হবে। কিন্তু গরবাচভের আর কোন বিকল্প পথ ছিল না। গরবাচভের পরিবর্তিত নীতি অর্থাৎ (১) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থনীতির পরিবর্তে 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি' এবং (২) দলীয় স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার পার্থক্য অনেকটাই কমিয়ে দেয়। ফলে ঠাণ্ডা লড়াই-এর ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। নানা রকম অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জড়িয়ে পড়ায় সোভিয়েতের পক্ষে আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার রুশপন্থী সমাজতান্ত্রিক সরকার ও আন্দোলনকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব ছিল না। সমগ্র বিশ্বে মার্কিন-বিরোধী ঠাণ্ডা যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব থেকেও গরবাচভ অব্যাহতি চেয়েছিলেন। গরবাচভ পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের মতোই সচেতন ছিলেন। গরবাচভকে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে সমঝোতার নীতি' নিতে হয়েছিল।

গরবাচভ পুনর্গঠন ও মুক্ত চিন্তার নীতি ঘোষণা করে কমিউনিস্ট শাসনকে গণতান্ত্রিক ও মানবিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর কমিউনিস্ট পার্টির নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ না রেখে তাকে সামাজিক অগ্রগতির অগ্রবাহিনীতে পরিণত করার কথা ব্যক্ত করেন।

গরবাচভ আন্তরিকতার সঙ্গেই তাঁর নতুন মতাদর্শের প্রয়োগ করেন। তিনি আফগানিস্তান থেকে সেনা সরিয়ে নেন। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ দমনে তিনি কোন মতাদর্শের ফলে বিশ্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। বরং ওই অঞ্চলে অবস্থানকারী ৫ লক্ষ শান্তি প্রতিষ্ঠা সোভিয়েত সেনা সরিয়ে নেন। দুই জার্মানির ঐক্য-সাধনে তিনি কোনো বাধা দেন নি। গরবাচভের চেষ্টায় রাশিয়া ভিয়েতনাম, কম্পুচিয়া থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়। এছাড়া মঙ্গোলিয়া থেকে ৭৫ ভাগ সোভিয়েত সেনা অপসারণ, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সন্ধি এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রয়াস সবই গরবাচভের নতুন নীতির ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

গরবাচভের প্রস্তাবিত সংস্কার ও সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কর্মসূচি ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের ঝড় বইতে থাকে। ১৯৮৮

৫. সোভিয়েত ইউনিয়নের সোভিয়েত

সোভিয়েত ইউনিয়ন সোভিয়েত

কমিউনিস্ট পার্টির বিনাশ কি আকস্মিক, না অবধারিত ছিল, এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা নাই। গরবাচভ এর জন্য কতখানি দায়ী ছিলেন?

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের জন্য স্টালিন কর্তৃক আরোপিত ব্যবস্থা নারী বলে অনেক ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন। কটুরপন্থী কমিউনিস্টরা সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের জন্য গরবাচভকে দায়ী করেছেন। Wayne C. Mc. Williams এবং Harry Piotrowski মন্তব্য করেছেন যে “Gorbachev had also set the stage, however for the dissolution of the Soviet Union”.^১ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা প্রকাশ কারাত মনে করেন “১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর থেকে গরবাচভ ধাপে ধাপে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনে ও প্রকৃতি

কটুরপন্থী কমিউ-
নিস্টরা গরবাচভকে
সোভিয়েত ইউনিয়-
নের ভাঙনের জন্য
দায়ী করলেও
প্রকৃতপক্ষে তিনি
দায়ী ছিলেন না

শিথিলতা আমদানি করেন যা সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল। এর ফলে ইয়েলৎসিন সময়মতো প্রতিবন্ধী পাল্টা আঘাত হানলে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু গরবাচভকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যুক্তিযুক্ত হবে না। শাসনকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলেও একথা সত্য গরবাচভ সোভিয়েত ব্যবস্থার ভাঙন চান নি। প্রকৃতপক্ষে, স্টালিনীয় ধারায় প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপান্তর এক নতুন ধরনের সামাজিক ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদী ব্যবস্থা রাশিয়ায় প্রবর্তন উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে অতিক্রম প্রভুত্ববাদের শৃঙ্খলমুক্ত করে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রসার ঘটানো। তিনি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সজীব ও কার্যকর করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আসলে গরবাচভ এক-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকে মুক্ত ও যুগোপযোগী করতে গিয়ে প্রকারান্তরে ব্যবস্থার অসঙ্গতি ও অসাড়ত্ব প্রকট করে তুলেছিলেন। দ্রুততালে সংস্কারের এগোবার মতো পরিকাঠামোর অভাব ছিল। গরবাচভ সংস্কারের মাধ্যমে সোভিয়েত অর্থনীতি ও রাজনীতিকে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর নতুন নীতি ও কর্মসূচী পুরাতন ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলেছিল। তিনি বিকল্প পুনর্গঠনমূলক ব্যবস্থা তুলতে পারেন নি। আসলে সোভিয়েত সমাজ ও রাজনীতির পুনঃনির্মাণের উপাদান ও পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের